



224070 - নামাযের বাহরিতে ‘আউজুবল্লাহ’ না পড়তে কুরআন পড়ার হুকুম

প্রশ্ন

প্রশ্ন: নামাযের বাহরিতে ‘আউজুবল্লাহ’ ছাড়া কুরআন পড়ার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলমেগণ ইজমা (ঐকমত্য) করছেন যে, ‘আউজুবল্লাহ’ কুরআনরে অংশ নয়। তবে কুরআন তলোওয়াতের সময় আউজুবল্লাহ পড়তে হয়। যহেতে কুরআন তলোওয়াত সবচেয়ে উত্তম আমল। কুরআন তলোওয়াত থেকে দূরে রাখার জন্য শয়তানরে চেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে।

জমহুর ফকিহদিগণরে মতে, ‘আউজুবল্লাহ’ পড়া সুন্নত। আতা ও ছাওরি এর মতে, এটি পড়া ওয়াজবি। যহেতে আল্লাহ বলছেন: “যখন তুমি কুরআন তলোওয়াত করবে তখন আল্লাহর নকিট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৯৮] এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মতি তা পড়তেন এবং যহেতে এটি শয়তানরে অনশ্চিটকে প্রতিহত করে। আর যা ছাড়া কোন ওয়াজবি আমল সম্পন্ন করা যায় না সটোও ওয়াজবি।

পক্ষান্তরে জমহুর ফকিহদিগলি দয়িছেন- আয়াতে নরিদশেসূচক ক্রিয়াটি মুস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যহেতে সলফে সালহেনি ‘আউজুবল্লাহ পড়া’ সুন্নত হওয়ার পক্ষে ইজমা করছেন। সুতরাং তাদের ইজমা আয়াতরে নরিদশেসূচক ক্রিয়াটি ওয়াজবি বা ‘আবশ্যকীয়’ অর্থে পরবর্ত্তে মুস্তাহাব বা উত্তমতার অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে দলিল।[আল-মাউসুআ আল-ফকিহিয়া ৪/৬]

আর নামাযে ‘আউজুবল্লাহ’ পড়াকে কোন কোন আলমে ‘ওয়াজবি’ বলছেন। তবে অধিকাংশ আলমে ‘মুস্তাহাব’ বলছেন। এটি সাহাবায়ে কেরোম, তাবয়ীন, ইমাম আবু হানফি, ইমাম শাফরী ও নরিভরযোগ্য মতে ইমাম আহমাদ সহ অধিকাংশ আলমে অভিমত।

অতএব, অধিকাংশ আলমে মতে, নামাযের মধ্য অথবা নামাযের বাহরিতে ‘আউজুবল্লাহ’ পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা; ওয়াজবি নয়। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত।

সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন তলোওয়াতরে আগতে আউজুবল্লাহ পড়বে না তার গুনাহ হবে না। কিন্তু এটি উত্তমতার খলোফ।



আরও জানতে দেখুন [175312](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।